INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES
( Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal )
DOI : 03.2021-11278686 ISSN : 2582-8568 IMPACT FACTOR : 7.560 (SJIF 2024)

# বোমা সন্ত্রাসের নায়ক বিপ্লবী বসন্তকুমার বিশ্বাস

## (Revolutionary Basantakumar Biswas, Hero of Bomb Terror)

**নীলেন্দু বিশ্বাস**

পিএইচ.ডি গবেষক,

সিকম স্কিলস ইউনিভারসিটি,

বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

**DOI No.** 03.2021-11278686 **DOI Link ::** https://doi-ds.org/doilink/02.2024-41119581/IRJHIS2402006

***সার-সংক্ষেপ:***

*অগ্নিযুগের বিপ্লবের সাহচার্যে বাংলার অকুতোভয় যুবক সম্প্রদায় নিজেদের জীবন পণ করে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। তাঁদের অনেকে চলে গেলেন লৌহ শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে কারাগারের অন্তরালে, কেউবা গেলেন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে। আর যাঁদের ভয়ে ব্রিটিশ সরকার ভয়ার্ত, ভীতসন্ত্রস্থ—তাঁদের দিল ভিন্নতর আরও কঠিন শাস্তি—ফাঁসি। হ্যাঁ, এই ফাঁসিই যেন বাংলার দামাল ছেলেদের আরও উদ্দীপিত করে তুলে ছিল। মাতৃভূমির বিদেশী হাতে লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে অনেকের হাতেই উঠে আসে পিস্তল, বোমা, বন্দুক। বাংলার অন্যান্য অংশের মতো তৎকালীন নদীয়া জেলাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। নদীয়ার এই বৈপ্লবিক তৎপড়তা যার আবির্ভাবে গতিশীল হয়ে উঠেছিল, তিনি ছিলেন নদীয়ার বীর বিপ্লবী বসন্তকুমার বিশ্বাস।*

***মূল শব্দ:*** *নদীয়া, বৈপ্লবিক তৎপড়তা, বসন্তকুমার, বোমা, দিল্লী-লাহোর।*

বসন্তকুমার বিশ্বাস অবিভক্ত নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের অদূরে স্থিত অখ্যাত গ্রাম পোড়াগাছা নিবাসী। যাঁর গায়ে বিপ্লবী রক্ত বইছে, যাঁর পূর্বপুরুষ একদা নীলবিদ্রোহে প্রাণদান করেছেন, যাঁর গ্রামের যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নীল বিদ্রোহীদের ঘামে ভেঁজা রক্ত, সেই ইতিহাসের সাক্ষ্য নিয়েই যেন বসন্তকুমার বিশ্বাসের আবির্ভাব। এই গ্রামের গা ঘেঁসে প্রবাহিত কলিঙ্গ নদীর ধারেই আজও ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল দোতলা দালান বাড়ি। নীলবিদ্রোহের নায়ক দীগম্বর বিশ্বাস ছিলেন এই বাড়ির মালিক। পুরাতন ইঁটের উন্মুক্ত পাঁজরে ছোট ছোট বট-অশ্বত্থের আলিঙ্গন সহ্য করে এই প্রাচিন বাড়িটি মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির সর্বত্র অবহেলার ছাপ নীরবে ধ্বংসের প্রহর গুণছে।

এই বাড়িতেই ১৮৯৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী বসন্তকুমার বিশ্বাস জন্মগ্রহণ করেন।(1) নদীয়ার এই বীর বিপ্লবীর

জন্মদাতা ছিলেন মতিলাল বিশ্বাস এবং জন্মধাত্রী ছিলেন কুঞ্জবালা বিশ্বাস। পোড়াগাছার গ্রাম্য পরিবেশেই বসন্তের প্রাথমিক জীবন অতিবাহিত হয়। পড়াশোনা শুরু গ্রামের পাঠশালায়, তাঁর জ্যাঠতুতো ভাই মন্মথ বিশ্বাসের সঙ্গেই। পাঠশালায় পড়াশোনা শেষ করে নিকটবর্তী মাধবপুর গ্রামে শ্রীমন্ত এম.ই. স্কুলে ভর্তি হয় দাদার সঙ্গেই। ১৯০৬ সালে এই বিদ্যালয় ছেড়ে মুড়াগাছা স্কুলে ভর্তি হন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ক্ষীরোদ চন্দ্র গাঙ্গুলী ছিলেন দেশপ্রেমিক ও স্বদেশী।(2) তাঁর আদর্শে ও সান্নিধ্যে বসন্ত ও মন্মথের অন্তরে বৈপ্লবিক চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ ঘটে। তিনি দুই ভাইকে শিখিয়ে ছিলেন দেশপ্রেমের আদর্শ, উদ্বুদ্ধ করেছিলেন দেশের মুক্তির জন্য হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার মানসিকতা। উপলব্ধী করাতে পেরেছিলেন দুই ভ্রাতাকে—আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়েই সৃষ্টি ও নির্মাণ সংঘটিত হয়, যা জীবনকে সার্থক করে তোলে।

এমন সময় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়লে তাঁর প্রভাব গিয়ে পড়ে বিপ্লবীদের উপর। ইতিমধ্যে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিদেশী শাসনের অবসান ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বৈপ্লবিক সংগঠনের কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁর আদর্শে প্রভাবিত হয়ে নদীয়ার বহু তরুণ ও যুবক সশস্ত্র সংগ্রামের পথকে সামনে রেখে স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মসমর্পণ করেন। পোড়াগাছার বসন্তকুমার বিশ্বাস এই আদর্শকে জীবন শ্রেষ্ঠ পথ হিসাবে গ্রহণ করেছিল। *"যতীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসেই দেশের স্বাধীনতা লাভের অটুট সংকল্প নিয়ে বসন্তকুমার বিশ্বাস ও মন্মথ বিশ্বাস ১৯১০ সালে নদীয়ার মুড়াগাছা স্কুলের শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। জন্মভিটা পোড়াগাছা গ্রাম থেকে গৃহের নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে জীবনকে বাজি রেখে অজানা বিপদশঙ্কুল পথে পা বাড়ালেন, চলে এলেন কলকাতায় দেশমাতৃকার আহবানে।"*(3) বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সূত্রেই বসন্ত ও মন্মথ বিশ্বাসের সঙ্গে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর পরিচয়। রাসবিহারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ বসন্তকুমারের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল যা তাঁর জীবনের গতিপথকে সম্পূর্ণভাবে বদলে দিল।

ইতিমধ্যে অমরেন্দ্রনাথ পুলিশের নজরে চলে আসায় আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। তিনি তাঁর কাজের সব দায়িত্ব বিপ্লবী রাসবিহারীর উপর দিয়ে দেন। *"রাসবিহারী অবশ্য রামশরণ দাসের সাহায্যে অমরেন্দ্রনাথের দেওয়া তালিকা থেকে অবোধবিহারী, বলরাজ, দীননাথ প্রভৃতি বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচিত হন। এদের সহযোগিতায় রাসবিহারী একটা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গড়ে তুলে আন্দোলনে গতি আনার চেষ্টা করেন। ফলে তৈরি হল একটি কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি। এই কমিটির সদস্য হিসাবে আমীরচাঁদ, দীননাথ, বালমুকুন্দ, বসন্তকুমার বিশ্বাস এবং আরও কয়েকজন রাসবিহারী নেতৃত্বে কাজ শুরু করেন। বলাবাহুল্য এদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন বসন্তকুমার বিশ্বাস।"*(4) বস্তুত পরিচয়ের পর থেকেই বসন্তকুমার বিশ্বাসের উপর রাসবিহারীর প্রগাঢ় আস্থা জন্মায়। তাই এত অল্প বয়সে নিত্য কিশোর হওয়া সত্ত্বেও বসন্ত বিশ্বাসের ওপর অনেক গুরুদায়িত্ব অর্পণ করতে রাসবিহারী দ্বিধাবোধ করেননি। এই প্রসঙ্গে সুপ্রকাশ রায় 'ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, *"রাসবিহারী যাঁহাদের লইয়া কাজ শুরু করেন তাঁহাদের মধ্যে আমীরচাঁদ, দীননাথ, অবোধবিহারী ও বালমুকুন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহারা প্রায় সকলেই ছিলেন কলেজের ছাত্র। বসন্তকুমার বিশ্বাস নামক এক বাঙালি বিপ্লবীও এই বিপ্লবীদলের অন্তর্ভুক্ত হন। তখন ইনি ছিলেন রাসবিহারী বসুর দক্ষিণ হস্ত"।*(5)

ভারতবর্ষব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের লক্ষ্যেই রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে এই কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু দল গঠন করলেই হবে না, সন্ত্রাসমূলক কাজের জন্য যেমন প্রয়োজন আধুনিক হাতিয়ারের, তেমনি প্রয়োজন বোমা নিক্ষেপে

পারদর্শী যুবকের। আর এই কাজে তাঁদেরই নিয়োগ করতে হবে যাঁরা বাংলার বিপ্লবী সংগঠনগুলির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। তখন বোমা নির্মাণ কৌশল ও নিক্ষেপের নিপুনতায় বাংলার বিপ্লবীদের খ্যাতি সর্বত্র। প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, যুগান্তর সমিতির হেমচন্দ্র দাস ফ্রান্সে গিয়ে বোমা তৈরির কৌশল শিখে আসেন। তিনি টিনের কৌটোর সাহায্যে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বৌমা তৈরি করে সকলকে চমকে দেন। বোমা তৈরি হলেও প্রয়োজন বোমা নিক্ষেপের জন্য উপযুক্ত লোক। রাসবিহারী এই কাজে প্রিয় শিষ্য বসন্তকুমার বিশ্বাসকেই তাঁর সর্বোত্তম মনে হল। বসন্ত ও মন্মথনাথ চন্দননগরে বিপ্লবী অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে বোমা প্রস্তুত ও নিক্ষেপের কাজ ভালোভাবেই শিখেছিলেন। এবার দেরাদুনের ‘টেগোর ভিলা’র আমবাগানে রাসবিহারী নিজে বসন্তকুমারকে এই বিষয়ে আরও পারদর্শী করে তোলেন। *“সিগারেটের কৌটোয় মাটি ভরে নিয়ে নিশানা ঠিক রেখে প্র্যাকটিস করে নিজেকে এই কাজে আরও প্রস্তুত করে তোলেন বসন্ত বিশ্বাস। তার সাহসিকতা, নিষ্ঠা, উদ্যম ও বিশ্বস্ততায় যেমন মুগ্ধ ছিলেন অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, তেমনি অচিরেই মুগ্ধ হলেন রাসবিহারিও। এমন আস্থা অর্জনের ফলেই তিনি বসন্তকুমারকে তাঁর গুপ্তচক্রের পাঁচজনের মধ্যে অন্যতম সদস্য হিসাবে মনোনীত করেন। অথচ বসন্তকুমার এই সময় ছিলেন নিতান্তই কিশোর।”*[(6)] বসন্ত আত্মগোপন করে দেরাদুনে রাসবিহারীর কাছে নিরাপদ আশ্রয়ে ছিলেন। গোপন বৈপ্লবিক কাজের জন্য রাসবিহারী বসন্তকে লাহোর নিয়ে যান। *“বিপ্লবী বালমুকুন্দ সেখানে বসন্তকুমারকে ‘পপুলার ফার্মেসি’ নামে এক ওষুধের দোকানে কম্পাউণ্ডার হিসাবে কাজ করার সুযোগ করে দেন। এখানে বসন্তকুমার ‘বিপিন দাস’ নাম নিয়ে কাজে যোগ দেন। পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য এই চাকরিতে তাকে নিয়োগ করা হয়।”*[(7)]

ব্রিটিশ সরকার ব্যাপক দমননীতির দ্বারা বিপ্লবীদের মনোবল নষ্ট করতে কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়। এর বিপরীতে বিপ্লবীরাও ব্যাপক জঙ্গী-আন্দোলনকে আখড়ে ধরে। দিল্লীতে নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠার দরবার উপলক্ষে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর দিল্লী আসবেন এবং একই সঙ্গে বঙ্গভঙ্গ রদের কথা ঐ দিনই আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করবেন। বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ দিল্লী স্টেশন থেকে হাতির পিঠে চেপে দিল্লীর রাজপথ ধরে এগিয়ে এসে রাজদরবারে প্রবেশ করবে। এই সংবাদ পেয়ে রাসবিহারী বসু উৎফুল্ল হয়ে এক নতুন বিপ্লবী পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য আলোচনায় বসলেন। বালমুকুন্দ, অবোধবিহারী, দীননাথ, আমীরচাঁদ, বলরাজ ও বসন্তকুমার বিশ্বাসের উপস্থিতিতে স্থির হয় মহামিছিল চলাকালে বোমা নিক্ষেপ করে লর্ড হার্ডিঞ্জকে হত্যা করা হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী বসন্তকুমারের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয় বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কলকাতা থেকে বোমা সংগ্রহ করবে। রাসবিহারী ও বসন্তকুমার দিল্লীর চাঁদনীচক দিয়ে মিছিল লালকেল্লার দিকে যাওয়ার সময় বোমা মেরে বড়লাটকে হত্যা করার কাজটি সম্পন্ন করবে।

বসন্তকুমার নতুন কাজের দায়িত্ব পেয়ে পরিকল্পনার বাস্তব রূপ দিতে কাজ শুরু করে দিলেন। বসন্তকুমারের মাধ্যমে বাংলা থেকে বোমা পৌঁছে যায় যথাস্থানে। ২১শে ডিসেম্বর রাসবিহারী বসু বসন্তকুমারকে সঙ্গে নিয়ে পৌছে গেলেন দিল্লি। দিল্লিতে পৌঁছে তাঁরা উঠলেন বিপ্লবী আমীরচাঁদের বাড়িতে। আমীরচাঁদের দেওয়া দিল্লী নগরীর প্ল্যান খুঁটিয়ে দেখে রাতের বেলা রাসবিহারী বসন্ত বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন রাজপথে। সুবিধাজনক স্থান হিসাবে চাঁদনীচকের ‘ক্লক টাওয়ার’ ও পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের অবস্থান দেখে নিলেন। প্রীতমদাসজীর গাড়িবারান্দাওয়ালা দোতালা বাড়িটিকেও ভালো করে পর্যবেক্ষণ করেন। শোভাযাত্রা উপলক্ষ্যে এই বাড়ির দোতালার বারান্দায় মহিলাদের

ব্যাপক ভিড় হবে। বসন্তকুমারকে স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে ভিড়ের মধ্য থেকে ছুঁড়তে হবে বোমার মসলা ভর্তি সিগারেটের টিন। রাসবিহারী বারান্দার উল্টোদিকের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে 'অপারেশন'-টা নিয়ন্ত্রণ করবেন।

২৩শে ডিসেম্বর ১৯১২, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। দিল্লির রাজপথে অসংখ্য মানুষের ভিড়ে তিলধারনের জায়গা নেই। বসন্ত বিশ্বাস মহিলা বেশে পূর্ব নির্ধারিত স্থানে প্রস্তুত, প্রস্তুত রাসবিহারী বসুও। লর্ড হার্ডিঞ্জকে নিয়ে অভূতপূর্ব বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এগিয়ে চলেছে। দেশ বিদেশ থেকে মানুষ এসেছে এই শোভাযাত্রা দেখার জন্য। রাস্তায় লোকে লোগারণ্য। *"এরই মধ্যে বসন্ত মহিলার পোশাকে 'লীলাবতী' নাম নিয়ে প্রীতম দাসজীর বাড়ির বারান্দায় মেয়েদের মধ্যে মিশে গিয়েছে বসন্তকুমার। কিন্তু বারান্দার ভিড়ে মিশে থাকলেও তাঁর নজর রয়েছে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা রাসবিহারীর দিকে।"*(8) রাসবিহারীর কাছ থেকে নির্দেশ আসলে তবেই বসন্ত বোমা নিক্ষেপ করবে।

রাসবিহারীর মনে হঠাৎ দুশ্চিন্তা দেখা দিল, বসন্ত মাটিতে বোমা ছোঁড়ার প্র্যাকটিস করেছে, উপর থেকে কখনও বোমা ছোঁড়া প্র্যাকটিস করেনি। উপর থেকে বোমা ছুঁড়লে টার্গেট ব্যর্থ হতে পারে। এই আশঙ্কা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গে রাসবিহারী বসন্তকে ইশারায় নিচে নেমে আসতে বলেন। রাসবিহারী বিষয়টি বসন্তকে বলেন এবং দ্রুত পোশাক বদলে আসার নির্দেশ দেন। বসন্ত সবার অলক্ষে আবার উপরে উঠে বাথরুমে ঢুকে পোশাক বদলিয়ে পুরুষের পোশাক পড়ে নিচে নেমে রাসবিহারীর নির্দেশিত অন্য স্থানে দাঁড়ায়। *("He was to put on a woman's dress according to a previous arrangement. But a closer second thought of the difficulties that might arise from the contemplated course probably prompted Rash Behari to make a last-minute change in the operation plan.")*(9) কিন্তু হঠাৎ এই সিদ্ধান্তের ফলে বসন্ত ও রাসবিহারীর পূর্বের নির্দিষ্ট স্থান কিছুটা বদলে যায়। *"রাস্তার দুই ধারে চিৎকার—'এসে গেছে... এসে গেছে..'। দূর থেকে দেখা যায় শোভাযাত্রা আসছে। সময় তখন ঘড়িতে বাজে সকাল প্রায় 11:45 মিনিট। শোভাযাত্রার সামনে ৫০ জন অশ্বারোহী সৈনিক। বিরাট বড় একটা হাতিকে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে, তার উপর বসে আছেন লর্ড হার্ডিঞ্জ। হার্ডিঞ্জ-এর বা পাশে আছেন লেডি হার্ডিঞ্জ। তাঁদের মাথায় ছত্র ধরে রয়েছে বলরামপুর স্টেটস-এর জমাদার মহাবীর সিংহ। পেছনে আরও হাতি ও ঘোড়ার সারি। তাতে বসে আছেন সব ইংরেজভক্ত দেশীয় রাজারা। চাঁদনীচক থেকে দেওয়ানী আম দরবার পর্যন্ত রাজপথের দুধারে জনকীর্ণ। চারিদিকে জয় ধ্বনি। শোভাযাত্রা হেলতে দুলতে এগিয়ে আসছে। এদিকে সময়ও একমিনিট দুমিনিট করে কমে আসছে। শোভাযাত্রা নির্দিষ্ট স্থানে আসতেই উৎক্ষেপিত হলো বোমা। বিকট আওয়াজ, চারিদিকে ধোঁয়ায় কিছু দেখা গেল না।"*(10)

কিছুক্ষণ পর ধোঁয়ার আবরণ সরতেই দেখা গেল উড়ে গিয়েছে রৌপ্যছত্র। ইউনিয়ন জ্যাকের পতাকা লুটিয়ে রাস্তায় পড়ে রয়েছে। মহাবীর সিংহ ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছে। লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁর স্ত্রীর কোলে ঢলে পড়েছেন। অজ্ঞান অবস্থায় তাকে হাতির পিঠ থেকে নামানো হলো। ভেঙ্গে গেল শোভাযাত্রা, চারিদিকে কোলাহল, ছোটাছুটি, যে যেদিকে পারছে পালিয়ে যাচ্ছে। *"এত বড় বিপর্যয়ের মধ্যেও লেডি হার্ডিঞ্জ হারাননি তাঁর মনোবল। সামনের হাতির পিঠে বসে থাকা কর্ণেল ম্যাক্সওয়েলকে ডাকলেন। হার্ডিঞ্জকে নিয়ে গেলেন রাজপ্রাসাদে। ডাক্তারি পরীক্ষা করে দেখা গেল হার্ডিঞ্জের পিঠে চার ইঞ্চি লম্বা ও এক ইঞ্চি গভীর ক্ষত। এই যাত্রা বেঁচে গেলেন লর্ড হার্ডিঞ্জ।"*(11)

দিল্লিতে লর্ড হার্ডিঞ্জকে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টার পর আবার বসন্তকুমারকে সক্রিয় হয়ে উঠতে হয়। বাংলার পাবনা জেলায় দয়ানন্দ আশ্রমে গুলি চালিয়ে হত্যা করা হয় ক্যাপ্টেন মহেন্দ্র দত্তকে, অত্যাচার ও নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা

পায়নি আশ্রমবাসী। গর্ডন সাহেবের গুলি চালানোর প্রতিবাদে বিপ্লবীরা প্রতিশোধের ভাবনায় নিজেদের প্রস্তুত করতে শুরু করে। *“১৯১৩ সালের মার্চ মাসে বিপ্লবীরা কুখ্যাত গর্ডন সাহেবকে হত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। অনুশীলন সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে কয়েকজন বিপ্লবীকে পাঠানো হয় গর্ডনকে হত্যার উদ্দেশ্যে। কিন্তু পথে বোমা ফেটে দলের নেতা যোগেন চক্রবর্তীর মৃত্যু হয়। ফলে বেঁচে যায় গর্ডন।”*(12)

গর্ডন সাহেব বেঁচে গেলেও অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। বাংলায় থাকা নিরাপদ নয় মনে করায় তাঁকে লাহোরে বদলি করা হয়। তিনি ভেবেছিলেন লাহোরে গিয়ে রক্ষা পাবেন। কিন্তু বিপ্লবীদের হাত যে কতদূর প্রসারিত সে সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল না। লাহোরে স্থিত বিপ্লবীরা গর্ডনকে হত্যার চেষ্টা করতে থাকেন। লাহোরে লরেন্স গার্ডেন্স-এ ইংরেজদের একটা নাইট ক্লাব ছিল। এই নাইট ক্লাবটি তাঁদের আমোদ-ফুর্তির স্থান, যা বিপ্লবীদের নজরে চলে আসে। সন্ধ্যা থেকে এই নাইট ক্লাবের উদ্দেশ্যে ইংরেজরা দল বেঁধে লরেন্স গার্ডেন্সের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতেন। লাহোরের বিপ্লবীরা এই সুযোগটা কাজে লাগাতে ততপর হয়ে ওঠেন। নৈশভোজে বোমা নিক্ষেপ করে গর্ডনকে এবং ইংরেজ পুলিশ অফিসার ও অন্যান্যদের হত্যা করা হবে। বোমা নিক্ষেপের দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই দেওয়া হল বসন্তকুমার বিশ্বাসকে। *“১৯১৩ সালের ১৭ মে সন্ধ্যাবেলায় পরিকল্পনা অনুযায়ী বসন্তকুমার বিশ্বাস লরেন্স গার্ডেন্স-এর নাইট ক্লাবে জমায়েত হওয়া ইংরেজ পুলিশ অফিসারদের উপর বোমা নিক্ষেপ করে অন্ধকারে গা ঢাকা দেন। অদূরে মন্টগোমারী হলের কাছেও বহু ইংরেজ ভিড় করেছিল। কিন্তু বোমাটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। দুর্ভাগ্যবশত রাম পদরথ নামে একজন ভারতীয় চাপরাশী এই বোমার আঘাতে প্রাণ হারান।”*(13) আবার অরুণচন্দ্র গুহের ‘The Story of Indian Revolution’ গ্রন্থে উল্লেখিত আছে—*“But as Basanta’s courage failed at fhe last moment, he placed the missile on the Library Road instead of throwing it at Mr. Gordon, thus eventually causing the death of one unfortunate chaprasi on his way back home.”*(14) এই ঘটনা নিয়ে যদিও বিতর্ক আছে, কারণ অনেকের মতে বোমাটি রাস্তার ধরে বসন্তকুমার রেখে দিয়েছিলেন। বোমা নিক্ষেপের কোন প্রয়োজন হয়নি। এই মতকে সমর্থন করে ‘ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস’ গ্রন্থে সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন, *“১৯১৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর বসন্তকুমার বিশ্বাস সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকাইয়া লরেন্স গার্ডেনের উক্ত রাস্তার উপর একটি ভয়ংকর বিস্ফোরক বোমা পাতিয়া রাখেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, কোন ইংরেজ-সাহেব ঐ পথে আসিবার পূর্বেই একজন ভারতীয় চাপরাশী এই পথে সাইকেলে যাইবার সময় সাইকেলের চাকার ধাক্কা লাগিয়া বোমাটি ফাটিয়া যায় এবং চাপরাশী তৎক্ষণাৎ নিহত হয়”।*(15)

মনে রাখতে হবে, সুপ্রকাশ রায় উল্লিখিত ১৯১৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখটি অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। কারণ লাহোরে লরেন্স গার্ডেন্সে বোমা বিস্ফোরণের ফলে রাম পদরথের মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটে ১৯১৩ সালের ১৭ মে। এক্ষেত্রে সঠিক তারিখ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কিন্তু প্রকৃত সত্য জানার জন্য বসন্তকুমার বিশ্বাসের বিচারের নথি সম্ভবত তথ্য হিসাবে অনেক বেশি প্রামাণ্য ও গ্রহণীয় বলে মনে হয়। তৎকালীন দিল্লি প্রভিন্সের অ্যাডিশনাল সেশনস জজ মিঃ এম. হ্যারিসন ১৯১৪ সালের ৫ অক্টোবর এই বিচারের যে রায় দেন তার প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে –*“...the murder of Ram Padarath was committed at Lahore on the 17th May 1913.”*(16) আবার পরে বলা হয়েছে *“….the activities of the conspirators are said to have borne fruit in the shape of deeds in keeping with the propaganda preached in the leaflets, and a bomb was thrown in the Lawrence Gardens in Lahore on the 17th of May.”*(17) তাই তারিখ বিভ্রান্তি দূর করার ক্ষেত্রে এ তথ্য যথেষ্ট বলে মনে হয়।

লাহোরে বোমা বিস্ফোরণ ইংরেজ শাসকদের যথেষ্ট চিন্তায় ফেলে। কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর নিক্ষেপের বিষয়টির কোন ক্লু খুঁজে না পেয়ে চিন্তা আরও বৃদ্ধি পায়। পুলিশের সংগৃহীত বোমার উপাদানগুলি পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা বুঝতে পারেন, ১৯১২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর দিল্লিতে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর নিক্ষেপ করা বোমা ও ১৯১৩ সালের ১৭ মে লাহোরের লরেন্স গার্ডেন্সে ব্যবহৃত বোমার উপাদান একই এবং এদের নির্মাণ কৌশলেও বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। কাজেই এই বোমা যে বাংলায় প্রস্তুত হয়েছে এবং বাংলার বিপ্লবীদের সক্রিয় সহযোগিতা ও সাহায্য নিয়েই নিক্ষিপ্ত হয়েছে এ বিষয়ে ইংরেজ শাসকদের মনে সন্দেহের আর কোন অবকাশ থাকল না। ফলে বাংলায় শুরু হল ব্যাপক তল্লাশি ও ধরপাকড়। বিপ্লবীদের ধরিয়ে দেওয়ার জন্য পুরস্কারও ঘোষণা করা হলো।

কলকাতার রাজাবাজারে ট্রাম কোম্পানির একটি মেস ছিল। গোপন সূত্রে পুলিশ জানত পারে যে এই মেসের সঙ্গে বিপ্লবীদের যোগাযোগ আছে। মেসে তল্লাশী চলাকালীন কাগজপত্রের সঙ্গে পুলিশ বিপ্লবীদের কিছু গোপন চিঠিপত্র উদ্ধার করে। সেই সময়ে ধরা পরে যান অমৃতলাল হাজরা। তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত চিঠিপত্রের ভাষা থেকে পুলিশ বিপ্লবী দীননাথ তলোয়ারের নাম এবং উত্তর ভারতের কিছু বিপ্লবীর কথা জানতে পারে। পুলিশের হাতে দীননাথ গ্রেপ্তার হলেন তাঁর উপর ব্যাপক অত্যাচার চালানো হয়। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে দীননাথ ফাঁস করে দেয় বালমুকুন্দ ও অবোধবিহারীর নাম। দীননাথের কাছ থেকে সূত্র পেয়ে একে একে ধরা পড়েন বালমুকুন্দ, অবোধবিহারী, বলরাজ ও আমীরচাঁদ। শুধু তাইনয়, ইংরেজরা এতদিন যাকে তাঁদের বিশ্বস্থ বন্ধু, ইংরেজ দরদী মনে করত সেই রাসবিহারী বসুই যে উত্তর ভারতের বিপ্লবী দলের প্রধান নেতা এ কথা বুঝতে আর বাকি রইল না। এমনকি বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসও রইল না তাদের সন্দেহের উর্ধ্বে। তাই কালবিলম্ব না করে ছদ্মবেশে রাসবিহারী বসন্তকুমার বিশ্বাসকে নিয়ে রওনা হলেন দিল্লির উদ্দেশ্যে। এদিকে ১৯১২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর দিল্লিতে লর্ড হার্ডিঞ্জের উদ্দেশ্যে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় রাসবিহারী ও অন্যান্য বিপ্লবীদের সন্ধান দেবার জন্য এক লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছে ভারত সরকার। *“দিল্লী স্টেশনে নেমেই ওঁরা দেখতে পেলেন দেওয়ালের গায়ে লাগানো রয়েছে রাসবিহারীর ছবিসহ পুরস্কার ঘোষণার সংবাদ। রাসবিহারীর বুঝতে অসুবিধা হল না যে ব্রিটিশ সরকার এবার বিপ্লবী রাসবিহারীকে সঠিকভাবেই চিনে ফেলেছে।”* [18]

বলাবাহুল্য, রাসবিহারীর পক্ষে সেখান থাকা নিরাপদ নয় মনে করে কলকাতা চলে আসেন বসন্তকে সঙ্গে নিয়ে। রাসবিহারী চন্দননগরের বাড়িত ফিরলেও সেখান থেকে কখনও নবদ্বীপে, কখনও কাশীতে আত্মগোপন করে থাকেন। একটানা কোন জায়গায় থাকা সম্ভব নয়। বসন্তকুমার চন্দননগরে পৌঁছে অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জানে পারেন তাঁর পিতা মতিলাল বিশ্বাস মারা গিয়েছেন। ২৪শে ফেব্রুয়ারি তাঁর বাবার শ্রাদ্ধের কাজ। রাসবিহারী বসন্তকে বাড়ি যেতে দিতে চাননি। ধরা পড়ার ভয় রয়েছে, পুলিশ যেহেতু তাকে খুঁজছে। বসন্তের যদিও বিশ্বাস পুলিশের লোক তাকে চেনে না, জানে না তাঁর ঠিকানা, ওয়ারেন্ট আছে বিশু দাসের নামে। শেষ পর্যন্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে নিরুপায় হয়ে একদিনের জন্য রাসবিহারী বসন্তকে বাড়ি যাবার অনুমতি দেন।[19] কে জানত এই বাড়ি ফেরাই বসন্তের শেষ বাড়ি ফেরা হবে।

২০১৪ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রশাসনের পক্ষ থেকে বসন্তের পোড়াগাছার বাড়ি তল্লাশি ও বসন্তকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেওয়া হয় পুলিশ ইন্সপেক্টর মহঃ মোবিনউদ্দিনকে। মোবিনউদ্দিন ২৩ তারিখ ভোর পাঁচটায় বসন্তের বাড়ি তল্লাশি করেন। কিন্তু বসন্তকে না পেয়ে ফিরে আসেন। ঐ ২৩ তারিখে প্রতাপচন্দ্র বিশ্বাসের (বসন্তকুমারের কাকা)

দেওয়া বসন্তের কলকাতার ঠিকানাগুলিতে পুলিশ ইন্সপেক্টর মোঃ মোবিনউদ্দিন মুচিপাড়া থানা থেকে ফোর্স নিয়ে তল্লাশি চালান। সেখানেও বসন্তকে খুঁজে পাননি।[20] পরের দিন ২৪শে ফেব্রুয়ারি শ্রাদ্ধের পোশাক পরে বসন্ত রওনা হল বাড়ির উদ্দেশ্যে। রাসবিহারীর সঙ্গে এটাই ছিল বসন্তের শেষ সাক্ষাৎ। বাড়িতে পৌঁছে বসন্ত দেখতে পায় শ্রাদ্ধের কাজ হয়েছে। থান কাপড় পড়ে বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে রয়েছে মা। জানতে পারে গতকাল ভোরে পুলিশ এই বাড়িতে তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালিয়েছে। শুনেই বসন্ত এক মুহূর্তও না দাঁড়িয়ে কৃষ্ণনগর পৌঁছে তাঁর কাকা প্রতাপচন্দ্র বিশ্বাসের বাড়িতে আশ্রয় নেয়।

পুলিশ হন্য হয়ে খুঁজছে বসন্তকে। প্রতাপচন্দ্রের বাড়িতে বসন্ত উঠেছে এই খবর মুহূর্তে পুলিশের কানে পৌঁছে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ি পুলিশ ঘেরাও করে। বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ কাছ থেকে পুলিশের কৃষ্ণনগর ধাওয়া করার খবর পেয়েই মন্মথনাথ বসন্ত বিশ্বাসের কাছে ছুটে আসে তাঁকে সতর্ক করতে। কিন্তু তার আগেই ধরা পড়ে গেলেন বসন্ত, কোন রকমে পালিয়ে যেতে পারে মন্মথনাথ। ধরা পড়ার সময় বসন্ত দেখে দেরাদুনে তাঁর দেখা সেই পুলিশ অফিসার সুনীল ঘোষ। সঙ্গে ছিল কোতোয়ালি থানার অফিসার প্রমথনাথ সেন। বসন্ত ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ ইন্সপেক্টর মোবিনউদ্দিন খবর পেয়ে দ্রুততার সঙ্গে জানিয়ে দেন স্পেশাল সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশকে।[21] পুলিশ হয়তো বসন্তের নাগাল পেত না, তাঁরই নিজের কাকা অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার প্রতাপচন্দ্র বিশ্বাস পুলিশ ইন্সপেক্টর মোবিনউদ্দিনকে বসন্তের থাকার জায়গাগুলির ঠিকানা জানিয়ে দিয়েছিল। অনুমিত কৃষ্ণনগরে বসন্ত যখন তাঁর বাড়িতে যায় কাকাই হয়তো পুলিশকে বসন্তের খবর জানিয়ে ছিলেন।

ইতিহাসের নির্মম ট্র্যাজেডি এখানেই যে স্বজনের কাছেই বিপ্লবীদের ধরা পড়তে হয়। অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতকতাই বিপ্লবীদের স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। সেদিন যদি রাজা বাজারের মেস থেকে অমৃতলাল হাজরা ধরা না পড়ত, দীননাথ যদি ধরা পড়ে নিজেকে বাঁচানোর জন্য রাজসাক্ষী না হত, সুলতান চাঁদ যদি পুলিশের নির্যাতনের ভয় আমীরচাঁদের বিরুদ্ধে সাক্ষী না দিত, বসন্ত বিশ্বাসের আত্মীয় প্রতাপচন্দ্র বিশ্বাস যদি তাঁর খবর পুলিশকে না জানাত-- তাহলে হয়তো বসন্ত, বালমুকুন্দ, আমীরচাঁদ বা অবোধবিহারীরা ধরাই পড়তো না। দায়ের হতো না দিল্লি ষড়যন্ত্র মামলা। ফাঁসিও হয়তো হত না এই চার দেশ প্রেমিক যুবকের।

**তথ্যসূত্র:**

(1) ধর, সম্পদনারায়ণ. 'শহীদ বসন্তকুমার ও দিল্লী-লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা', কালীনগর কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, (প্রথম সংস্করণ), ২০১১, পৃ-৫১

(2) ধর, সম্পদনারায়ণ. তদেব, পৃ-৫২।

(3) ধর, সম্পদনারায়ণ. তদেব, পৃ-৫৮।

(4) ধর, সম্পদনারায়ণ. তদেব, পৃ-৬৭ ।

(5) রায়, সুপ্রকাশ. 'ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম', রাডিক্যল ইমপ্রেশন, কলকাতা, (তৃতীয় সংস্করণ), ২০১৩, পৃ-১৭৬।

(6) ধর, সম্পদনারায়ণ. তদেব, পৃ-৭০ ।

(7) ধর, সম্পদনারায়ণ. তদেব, পৃ-৭০ ।

(8) মৈত্র, স্বপন. 'বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস', চায়না পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০০৭, (প্রথম সংস্করণ), পৃ-২৪।

(9) Mukherjee, Uma. 'Two Great Indian Revolutionaries', Farma K.L. Mukhopadhayay, Calcutta, 1966, (1st Edition), Page-109.

(10) মৈত্র, স্বপন. তদেব, পৃ-২৪।

(11) মৈত্র, স্বপন. তদেব, পৃ-২৫।

(12) মৈত্র, স্বপন. তদেব, পৃ-২৭।

(13) ধর, সম্পদনারায়ণ. তদেব, পৃ-৭৯।

(14) Mukherjee, Uma. Ibid, Page-111.

(15) রায়, সুপ্রকাশ. তদেব, পৃ-১৭৭।

(16) ধর, সম্পদনারায়ণ. তদেব, পৃ-৮০।

(17) ধর, সম্পদনারায়ণ. তদেব, পৃ-৮১।

(18) ধর, সম্পদনারায়ণ. তদেব, পৃ-৮৩।

(19) মৈত্র, স্বপন. তদেব, পৃ-৩৪।

(20) মৈত্র, স্বপন. তদেব, পৃ-৩৪।

(21) ধর, সম্পদনারায়ণ. তদেব, পৃ-৮৫।